টুকরো স্মৃতি

আহসান হাবীব | *তারিখ:* ১৩-১১-২০১২

মুহম্মদ জাফর ইকবাল, মা আয়েশা ফয়েজ, হুমায়ূন আহমেদ ও আহসান হাবীব, ২০১২ ছবি: নাসির আলী মামুন

'স্মৃতি সে বেদনারই হোক বা সুখেরই হোক, তা সব সময় বেদনার...' কথাটা হুমায়ূন আহমেদের কোনো একটা উপন্যাসের লাইন। কথাটা এখন সত্যি হয়ে উঠেছে। বড় ভাই হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে অনেক সুন্দর স্মৃতি আছে আমাদের সব ভাইবোনের। তার সবই এখন বেদনার স্মৃতির...।

সে আমার বাবা সম্পর্কে বলত, আমার বাবা নাকি স্টেইনবেকের উপন্যাস থেকে উঠে আসা এক রহস্যময় চরিত্র। আমার কাছে মনে হয়, সে নিজেই যেন স্টেইনবেকের উপন্যাসের এক অনিবার্য চরিত্র। তার সঙ্গে আমার বাল্যের অনেক স্মৃতি...কোনটা ছেড়ে কোনটা লিখব? তার জন্মদিনে একটা স্মৃতি বরং পাঠকদের সঙ্গে শেয়ার করি।

তখন আমি থ্রি কি ফোরে পড়ি, কুমিল্লা ফরিদা বিদ্যায়তন স্কুলে আর সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আমরা থাকি কুমিল্লায়। একবার সে আমাকে নিয়ে রওনা হলো ঢাকায়। আমাকে ঢাকা শহর দেখাবে। আমরা দুজন এসে উঠলাম মহসিন হলে, তার রুমে। সেই বিখ্যাত রুমে, যে রুমে বসে সে তার প্রথম উপন্যাস 'শঙ্খনীল কারাগার' লিখেছিল (তার প্রথম উপন্যাস ছিল 'শঙ্খনীল কারাগার', যদিও বই হিসেবে প্রথম প্রকাশিত হয়েছে 'নন্দিত নরকে')...সেই বিখ্যাত রুম, যে রুম থেকে পাকিস্তানি মিলিটারিরা তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল...।

দুই কি তিন দিন ছিলাম ঢাকায়। সে আমাকে ঢাকার ডাবল ডেকার বাস দেখাল, রমনা পার্ক দেখাল, আরও অনেক কিছু দেখাল। তার রুমে একদিন বিকেলে এসে হাজির আহমেদ ছফা আর শামীম শিকদার। শামীম শিকদার তখন প্যান্ট-শার্ট পরা এক স্মার্ট তরুণী। বড় ভাই আমাকে ঠাট্টা করে বলল, 'শাহীন মিয়া, বল তো, ইনি ছেলে না মেয়ে?'

সেখানে একদিন আসলেন আতিক ভাই, যিনি এখন পৃথিবী-বিখ্যাত পরিবেশবিজ্ঞানী, আসলেন আনিস ভাই...(আনিস ভাই প্রথম জীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন, পরে কানাডায় গিয়ে ছবির পরিচালক হয়েছিলেন। পরে ক্যানসারে মারা যান।)

যে কটা দিন ঢাকায় ছিলাম, খুব মজা হয়েছিল। একদিন বলাকায় নিয়ে সে আমাকে একটা দারুণ সিনেমাও দেখাল। সব মিলিয়ে আমার জীবনের সে এক দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা, যেন বিদেশে বেড়াতে এসেছি। তখনকার ঢাকা ছিল ছিমছাম সুন্দর এক

শহর। সেই আমার প্রথম ঢাকা দেখা।

তার ৬৪তম জন্মদিনে সবাই আমার কাছে তার স্মৃতি নিয়ে লেখা চায়। কী লিখব? যে লেখার—সে-ই তো চলে গেল। আমাদের লেখায় কী যায়-আসে! বরং হৃদয়ের গভীরে তাকে নিয়ে কিছু নিজস্ব স্মৃতি থাক, একান্ত ব্যক্তিগত ভাইবোন, পরিবারপরিজন নিয়ে স্মৃতি...সেখানেই সে বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে।

(আহসান হাবীব, কার্টুনিস্ট; প্রয়াত লেখক হুমায়ূন আহমেদের ছোট ভাই)

Nirjoy